রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৯৫

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১০০০।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৮শে পৌষ ১৪০১/১১ই জানুয়ারী ১৯৯৫

এস আর ও নং ১২-আইন/৯৫—Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P. O. No. 27 of 1973) এর Article 35 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার (১) প্রবিধান-৩ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় "পদের শ্রেণী বিভাগ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরাসরি নিয়োগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-প্রবিধান (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) প্রথম তফসিল এবং এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে।";

(২) প্রবিধান ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৩। পদোন্নতি।—(১) প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর কোন শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে।

মূল্য : টাকা ৩.০০

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাব পদোন্নতির দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠন করিতে পারিবে; এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত কমিটি কর্তৃক তৃতীয় তফসিলের বিধান অনুসারে সাক্ষাতকার গ্রহণ বা অন্য কোন বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে, কমিটিতে সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত নহেন এমন কর্মকর্তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকেও সম্পৃক্ত করিতে পারিবে; প্রতিটি কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য সদস্য থাকিবেন।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোন পদে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে না।

(৫) কর্মচারীগণকে পদোন্নতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি উহার সুপারিশ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলের বিধানাবলী অনুসরণ করিবে।

(৬) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীকে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, বোর্ড পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে।";

(৩) তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রবিধান ১৩ এর পর, নিম্নরূপ নূতন প্রবিধান ১৩ক সংযোজিত হইবে, যথা :—

"১৩ক। কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস।—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্মচারীগণকে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত শ্রেণীর কর্মচারীরূপে চিহ্নিত করা যাইবে।";

(৪) দ্বিতীয় তফসিলের পরে নিম্নরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিল সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তৃতীয় তফসিল

[প্রবিধান ১৩(৫) দ্রষ্টব্য]

পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধানাবলী

১। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সাধারণ শর্তাবলী।—বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি, অতঃপর কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, চাকুরী প্রবিধান মালার প্রবিধান-১৩ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রথম তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট সকল পদের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদসহ ২ হইতে ১০ এবং ১২ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসরণক্রমে উহার সুপারিশ প্রণয়ন করিবে।

২। কমিটির সভা।—কমিটির কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে উহার চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৩। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ।—দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর পদে পদোন্নতি ব্যতীত অন্য যে কোন শ্রেণীর পদে পদোন্নতির জন্য কমিটি সাধারণতঃ শূন্য পদ সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থীকে চাকুরী প্রবিধানমালার প্রবিধান ১২ এর অধীন প্রণীত জ্যেষ্ঠতা তালিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্মচারী ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট পদের শূন্য পদসংখ্যা পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করিবে; দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর পদে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা অনুচ্ছেদ-১১ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৪। পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন।—কমিটি কোন কারণে কোন কর্মচারীকে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বিবেচনা না করিলে, সংশ্লিষ্ট কারণ সুনির্দিষ্ট-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, যোগ্য প্রার্থীগণকে পদোন্নতির সুপারিশ করিয়া তাঁহাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে; এইরূপ তালিকায় কমিটির চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য স্বাক্ষর করিবেন।

৫। পদোন্নতিযোগ্য তালিকা পুনর্বিবেচনা।—নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রাপ্তির পর উহাতে কোন ভুলত্রুটি থাকিলে বা উহার কোন বিষয় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ভুলত্রুটি সংশোধন বা উক্ত বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য কমিটির নিকট তালিকাটি প্রেরণ করিতে পারিবে; অতঃপর কমিটি যথাযথ মনে করিলে উক্ত ত্রুটি সংশোধন বা উক্ত বিষয় পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

৬। অতিক্রান্ত কর্মচারী সংক্রান্ত বিধান।—কোন কর্মচারী কমিটির সুপারিশকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হইলে তাহার অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি তাঁহার ব্যক্তিগত নথিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; তবে এইরূপ কর্মচারীকে তাহার পরবর্তী বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে পদোন্নতির জন্য পুনর্বিবেচনা করিতে বাধা থাকিবে না।

৭। যোগ্যতা যাচাই পদ্ধতি।—(১) অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কর্মচারীগণের যোগ্যতা যাচাই এর উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উপর, উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত শ্রেণীর পদে পদোন্নতির জন্য, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসূচক মানের বন্টন হইবে নিম্নরূপ:—

বিষয়	প্রথম শ্রেণীর-ক, খ, গ ও ঘ উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে।		প্রথম শ্রেণীর-ঙ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর-ক এবং তৃতীয় শ্রেণীর-ক উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে।
(১) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন	৬০		৮০
(২) ব্যাংকিং ডিপ্লোমা: ১ম পর্ব-৩, চূড়ান্ত পর্ব-২	০৫	১ম পর্ব-৩, চূড়ান্ত পর্ব-২	০৫
(৩) চাকুরী দৈর্ঘ্য	১০		১০
(৪) বিশেষ স্বীকৃত অবদান	০৫		০৫
(৫) সাক্ষাতকার	২০		—

(২) নিম্নবর্ণিত শ্রেণীভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাস নম্বর হইবে নিম্নরূপ যথা :—

শ্রেণী	পাস নম্বর
(১) প্রথম শ্রেণী—	
ক উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৭৫
খ উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৭০
গ উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৬৫
ঘ উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৬৫
ঙ উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৬০
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর-ক উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৬০
(৩) তৃতীয় শ্রেণীর-ক উপ-শ্রেণীভুক্ত পদে	৬০

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং বিশেষ স্বীকৃত অবদানের উপর প্রদেয় মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ ৫ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও বিশেষ স্বীকৃত অবদান মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হইবে, এবং তদনুসারে প্রয়োজন হইলে বর্তমান পদের পূর্ববর্তী পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও বিশেষ স্বীকৃত অবদান বিবেচনা করা হইবে ; এইরূপ প্রতি বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের উপর প্রদেয় মান হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

প্রতিবেদনের মূল্যায়ন	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রদেয় মান	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে প্রদেয় মান
অতি উত্তম	১২	১৬
উত্তম	১০	১৩
ভাল	০৮	১০
মোটামুটি	০৬	০৭
খারাপ	০০	০০

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর সর্বমোট চাকুরীর দৈর্ঘ্য ৫ বৎসর অপেক্ষা কম হইলে তাহার ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ৭(১) এ উল্লিখিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও বিশেষ স্বীকৃত অবদানের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মান অক্ষুন্ন রাখিয়া উপরি উক্ত মূল্যায়ন-মান পুনর্বিন্যাস করা যাইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত চাকুরীর দৈর্ঘ্যের উপর কোন কর্মচারীর প্রাপ্য নম্বর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তাহার বর্তমান পদের চাকুরীকাল বিবেচনা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সর্বোচ্চ নম্বর সাপেক্ষে, প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য ২(দুই) নম্বর, এবং অপূর্ণ বৎসরের ক্ষেত্রে ৬(ছয়) মাসের কম সময়ের জন্য ১ (এক) নম্বর এবং ৬(ছয়) মাস বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য ২ (দুই) নম্বর প্রদান করা হইবে।

৮। বিশেষ স্বীকৃত অবদান—ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও বোর্ড কর্তৃক সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশেষ অবদানকে এই তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশেষ স্বীকৃত অবদানরূপে এবং উক্ত অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সনদ বা অন্যবিধ পুরস্কারকে প্রমাণরূপে গণ্য করিতে হইবে।

৯। বিভাগীয় মামলা ও পদোন্নতি কার্যক্রম—কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু থাকাকালে কমিটি তাহাকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করিতে পারিবে, তবে তাহার নাম সুপারিশ করা হইলে উক্ত মামলার ফলাফল চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে না।

১০। শাখার কাজের অভিজ্ঞতা—প্রোটোকল অফিসার, আর্টিষ্ট, প্রধান গণসংযোগ কর্মকর্তা ও সিষ্টেম এনালিষ্ট ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য সকল কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় বা মাঠ পর্যায়ের অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিটি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য তালিকা প্রণয়নের সময়, নিম্নবর্ণিত বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, যথা :—

(ক) সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতির জন্য ব্যাংকের কোন শাখায় বা মাঠ পর্যায়ে অন্তত: ২ (দুই) বৎসরের এবং প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হইতে সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার পদে পদোন্নতির জন্য শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে অন্তত: ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহার তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে;

(খ) কোন কারণে কোন কর্মকর্তার দফা (ক)-তে উল্লিখিত অভিজ্ঞতা না থাকিলে এবং উক্ত কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হইলে, কমিটি তাহাকে পদোন্নতি দিয়া শাখা বা মাঠ পর্যায়ে বদলীর সুপারিশও করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পদোন্নতি প্রদানের সময় উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করিবে।

১১। দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীর পদে পদোন্নতির জন্য অতিরিক্ত বিধান।—দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন পদ হইতে প্রথম শ্রেণীর যে কোন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য মোট শূন্য পদসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থীকে, জ্যেষ্ঠতা তালিকার ভিত্তিতে, একটি লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য আহবান করা হইবে ;

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুসারে উক্ত লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর হইবে ১০০ এবং পাস নম্বর হইবে ৬০;

(গ) প্রধান কার্যালয় প্রশ্নপত্র তৈরী এবং উত্তর পত্রের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে, তবে বিভাগীয় কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে;

(ঘ) প্রধান কার্যালয় লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করিয়া উহা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঙ) অতঃপর কমিটি অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে উক্ত প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিয়া তদ্ধীনে প্রাপ্ত নম্বর এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে তাহাদের একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করত: উহা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে; এই চূড়ান্ত তালিকার ভিত্তিতে উক্ত প্রার্থীগণকে পদোন্নতি প্রদান করিতে হইবে।

(চ) দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীগণের কেহ পদোন্নতি না পাইলেও পরবর্তীতে কমিটি তাহাদিগকে অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীনে অনধিক ২ (দুই) বার পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করিবে এবং উক্তরূপে ২ (দুই) বার বিবেচিত হওয়ার পরেও তাহারা পদোন্নতি না পাইলে, এই অনুসারে পুনরায় তাহাদিগকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং তৎপর তাহাদিগকে অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীনে পুনরায় বিবেচনা করা হইবে।

১২। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য বিধান।—চতুর্থ শ্রেণীর কোন পদ হইতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত কর্মচারীদের স্ব স্ব গ্রেডের জ্যেষ্ঠতা এবং প্রথম তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলীর ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ অনুসারে পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবেন।

চতুর্থ তফসিল

(প্রবিধান ১৩ ক দ্রষ্টব্য)

কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস

পদের শ্রেণী ও উপ-শ্রেণী	পদের নাম ইত্যাদি
(১) প্রথম শ্রেণীর—	
ক উপ-শ্রেণী	উপ-মহাব্যবস্থাপক
খ উপ-শ্রেণী	সহকারী মহাব্যবস্থাপক সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার
গ উপ-শ্রেণী	প্রিন্সিপ্যাল অফিসার নির্বাহী প্রকৌশলী
ঘ উপ-শ্রেণী	সিনিয়র অফিসার
ঙ উপ-শ্রেণী	সহকারী প্রকৌশলী
(২) ২য় শ্রেণী—	
ক উপ-শ্রেণী	অফিসার গ্রন্থাগারিক
খ উপ-শ্রেণী	নিরাপত্তা কর্মকর্তা

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর—

ক উপ-শ্রেণী	প্রথম তফসিলের ১০, ১৪, ১৫, ২২, ২৪ এবং ৩২ নং ক্রমিকের বিপরীতে কলাম ২তে উল্লিখিত পদসমূহ।
খ উপ-শ্রেণী	প্রথম তফসিলের ১২, ১৩, ১৬ হইতে ২১, ২৩ এবং ২৫ হইতে ৩১ নং ক্রমিকের বিপরীতে কলাম ২তে উল্লিখিত পদসমূহ।
(৪) চতুর্থ শ্রেণী	প্রথম তফসিলের ৩৩ হইতে ৪৭ নং ক্রমিকের বিপরীতে কলাম ২তে উল্লিখিত পদসমূহ"।

২। এই প্রজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখে উপরিউক্ত সংশোধনী-সমূহ বলবৎ হইবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

ফরহাদ হোসেন

সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।